ত্যাগী এবং মহাত্যাগীর ব্যাখ্যা

বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যাচাই করে দেখছেন, কোন্ বাচ্চারা সর্বস্ব ত্যাগী । তিন প্রকার বাচ্চারা আছে, ১) ত্যাগী, ২) মহাত্যাগী, ৩) সর্বস্ব ত্যাগী । এই তিনের সকলেই ত্যাগী, কিন্তু নম্বরক্রম অনুসারে ।

ত্যাগী তারা, যারা জ্ঞান এবং যোগের মাধ্যমে তাদের পুরানো সম্পর্ক এবং পুরানো দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ থেকে প্রাপ্ত, স্বল্পকালীন প্রাপ্তির ত্যাগ করে, নিজেদের সংকল্প দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাত্ যোগী জীবনকে আপন করে নিয়েছে ; অর্থাত্ তারা বাস্তবকে উপলব্ধি করেছে যে, তাদের পুরানো জীবন থেকে যোগী জীবন অনেক শ্রেষ্ঠ এবং অল্পকালের প্রাপ্তি থেকে সদাকালের প্রাপ্তি অনেক বেশী গুরুত্বপুর্ণ । এইসব বিষয়গুলো আবশ্যক বুঝে তারা জ্ঞান এবং যোগের অভ্যাস শুরু করেছে । তারা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী নামে অভিহিত হওয়ার অধিকার লাভ করেছে । যাই হোক, ব্রহ্মাকুমার- কুমারী হওয়ার পরেও পুরানো সম্বন্ধ, সংকল্প এবং সংস্কার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হলেও কিন্তু, তারা পরিবর্তনের যুদ্ধে সদাসর্বদা তত্পর থাকে । এই মুহূর্তে তারা ব্রাহ্মণ সংস্কারে থাকবে তো পরমুহূর্তেই তারা পুরানো সংস্কার পরিবর্তনের যুদ্ধ স্বরূপে । একেই বলা হয় ত্যাগী হওয়া, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারেনি । স্পষ্টতঃ, তারা মনে করে, ত্যাগ করার অর্থই মহা ভাগ্যবান হওয়া । তাদের এটা অভ্যাস করার সাহস কম । তাদের অমনোযোগী হওয়ার সংস্কার বারবার ইমার্জ হওয়ার কারণে, ত্যাগের ভাবনার সাথে সাথে তারা আরামপ্রিয়ও হয়ে যায় । তারা সবকিছু বুঝতে পারে, এর সাথে চলতে থাকে, পুরুষার্থও করে, ব্রাহ্মণ জীবনকে ছাড়তেও পারেনা, এই সংকল্পও দৃঢ় যে ব্রাহ্মণ হতেই হবে । মায়া এবং মায়া প্রভাবিত তাদের সম্পর্কগুলো তাদের পুরানো জীবনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে তবুও তারা এই সংকল্পে অটল যে, ব্রাহ্মণ জীবনই শ্রেষ্ঠ । এই বিষয়ে তাদের নিশ্চয়বুদ্ধি অতি মজবুত । কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগী হওয়ার পথে এগিয়ে চলতে দুই ধরণের বিঘ্ন তাদের প্রতিরোধ করে । তারা কিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ? প্রথমতঃ, তারা সদা সাহস রাখতে পারেনা, অর্থাত্ সাহসভরে বাধা-বিঘ্নের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি কম । দ্বিতীয়তঃ, অমনোযোগী স্বরূপে তাদের আরামপ্রিয় হয়ে চলা । পড়া, স্মরণ, ধারণা এবং সেবা - এই চার সাবজেক্টে তারা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলছে কিন্তু আরামের সাথে । সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার জন্য যে সর্ব অস্ত্রধারী শক্তিস্বরূপ হওয়ার প্রয়োজন, তাতেও খামতি থেকে যায় । তারা স্নেহশীল কিন্তু শক্তিস্বরূপ নয় । মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে স্থিত হতে তারা অপারগ । এই কারণে তারা মহাত্যাগী হতে পারেনা । এরা ত্যাগী আত্মা ।

মহাত্যাগী তারা, যাদের সম্বন্ধ, সংকল্প এবং সংস্কারকে পরিবর্তন করার জন্য সদা সাহস এবং উদ্যম আছে । তারা পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্বন্ধ থেকে সদা বিচ্ছিন্ন থাকে । মহাত্যাগী আত্মারা অনুভব করে যে, পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্বন্ধ তাদের কাছে মৃত । এর জন্য তাদের যুদ্ধ করতে হবেনা । তারা অবিরত অনুরাগী, সহযোগী এবং সেবাধারীর শক্তিস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে । সুতরাং, আর কি -বা বাকি থাকে ? তারা মহাত্যাগীর ভাগ্যফল লাভ ক'রে মহাজ্ঞানী, মহাযোগী, এবং শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হয়ে যায় । কিন্তু তারা কখনও কখনও ভাগ্য অধিকার অসতর্কতাবশতঃ ভুল ইউজ করে । তাসত্বেও তারা তাদের (পাস্ট) বিগত জীবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনও সবকিছু ত্যাগের অনুভবের ত্যাগ হয়নি । তারা লোহার শেকল ভেঙে আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন

এজ হয়েছে কিন্তু কখনও কখনও সুন্দর জীবনের সোনার শেকলে পরিবর্তন বাঁধা হয়ে যায় । সেই সোনার শেকল কি ? 'আমি' এবং 'আমরা' । আমি খুব ভালো জ্ঞানী আত্মা ! আমি জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা ! এই সোনার শেকল কখনও কখনও সর্ববন্ধনমুক্ত হতে তাদের বাধা দেয় । তিন রকম প্রবৃত্তি আছে । ১) জাগতিক সম্বন্ধ এবং কার্যের প্রবৃত্তি, ২) নিজের শরীরের প্রবৃত্তি এবং ৩) সেবার প্রবৃত্তি ।

ত্যাগী যারা, তারা লৌকিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে চলে গেছে কিন্তু তারা এখনও নিজেদের তত্ত্বাবধান সহ শরীরের প্রবৃত্তিতে ব্যস্ত, অথবা তারা তাদের দেহভাবের নেচার দ্বারা প্রভাবিত এবং এই নেচারের কারণে তারা বারবার তাদের সাহস হারিয়ে ফেলে । তারা এই সম্পর্কে আলোচনা করে, বলেও যে, তারা বুঝতে পারছে এবং চাইছেও এটা না করতে কিন্তু তাদের নেচার এইরকমই ! এটাও দেহভাবের এবং দেহের প্রবৃত্তি, যা থেকে তারা শক্তিস্বরূপ হতে এবং সেই প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতে অপারগ হয়, এই সবই ত্যাগীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে । অন্যদিকে, মহাত্যাগী তাদের লৌকিক প্রবৃত্তি এবং দেহ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায় । যেমনই হোক, তারা সেবার প্রবৃত্তিতে নিবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে কখনও কখনও তাতে জড়িয়ে পড়ে । এমন আত্মাদের দেহভাবও অশান্ত করতে পারেনা কারণ দিনরাত তারা সেবায় মগ্ন । তারা দেহ প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে চলে গেছে । এই উভয় ত্যাগের ভাগ্য দ্বারা তারা জ্ঞানী এবং যোগী হয়েছে, শক্তি আর গুণের প্রাপ্তি হয়েছে । ব্রাহ্মণ পরিবারে তারা প্রসিদ্ধ আত্মা হয়ে গেছে । সেবাধারীদের মধ্যে ভী .আই .পি হয়ে গেছে । তাদের মহিমার পুষ্প-বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে । তারা সম্মানীয় এবং মহিমাযোগ্য আত্মা হয়ে গেছে কিন্তু তারা সেবা প্রবৃত্তির বিস্তারে আটকেও গেছে । সর্ব প্রাপ্তির মহাদানী হয়ে অন্যকে দান করার পরিবর্তে, তারা নিজেরাই সব স্বীকার করে নেয় । সুতরাং, 'আমি' এবং 'আমার' শুদ্ধ ভাবের স্বর্ণ-শেকল তৈরি হয় । তাদের প্রেরণা এবং উচ্চারিত শব্দ অতি শুদ্ধ হয়, তারা নিজেদের জন্য কিছু বলেনা, কিন্তু তারা যা বলে সেবার জন্য বলে । আমি কখনও বলিনা যে আমি যোগ্য টিচার কিন্তু লোকে আমাকেই চায় । স্টুডেন্টরা বলে, আমিই শুধু সেই সেবা করি । আমি একেবারে পৃথক, কিন্তু অন্যান্যরা আমাকে তাদের প্রতি স্নেহশীল বানায় । তোমরা এটাকে কি বলবে ? তারা বাবাকে দেখছে নাকি তোমাকে দেখছে ! তারা তোমার জ্ঞান পছন্দ করে, তোমার সেবার পদ্ধতি পছন্দ করে কিন্তু এতসব কিছুর মধ্যে বাবা কোথায় ? বাবাকে তুমি পরমধাম নিবাসী বানিয়ে দিয়েছ ! এই ভাগ্যেরও ত্যাগ করতে হবে, যাতে তোমাকে না দেখা যায়, শুধু বাবাই দৃশ্যমান হবেন । তাদের মহান আত্মার অনুরাগী না বানিয়ে পরমাত্ম-অনুরাগী বানাও । যাকে বলা হয়ে থাকে সকল প্রবৃত্তি পার, কিন্তু এই লাস্ট প্রবৃত্তিতে সর্বাংশে ত্যাগী হয়না । একটা শুদ্ধ প্রবৃত্তির অংশ থেকেই যায় । সুতরাং তারা মহান ভাগ্য অধিকারী হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগী নয় । সুতরাং, তোমরা দ্বিতীয় নাম্বার মহাত্যাগীর সম্পর্কে শুনলে । আর বাকি রইলো, সর্বস্ব ত্যাগী !

এটাই ত্যাগের কোর্সের লাস্ট পাঠ্য । লাস্ট পাঠটা এখন বাকি আছে । বাবা তোমাদের সেই বিষয়ে অন্য কোনো সময়ে বলবেন, কারণ ১৯৮৩-তে তোমরা মহান স্থানে মহাযজ্ঞ করতে যাচ্ছ, সুতরাং সেই যজ্ঞে তোমরা সবাই আহুতি দেবে, তাই না ! নাকি শুধু হল প্রস্তুত করবে ? তোমরা নিশ্চয়ই অন্যদের সেবা করবে । তোমরা অনেক বড় বড় মাইক আনবে, বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে তাই না ! এই প্ল্যান তোমরা বানিয়েছ, তাই তো ? কিন্তু বাবা কি শুধু একা প্রত্যক্ষ হবেন নাকি শিব এবং শক্তি উভয়েই প্রত্যক্ষ হবেন ? শক্তিসেনায় (মেল ফিমেল) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং, বাবা বাচ্চাদের সাথে প্রত্যক্ষ হবেন । তোমরা তো মাইক দ্বারা আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার

কথা ভেবেছ কিন্তু যখন বিশ্বে দিগ্-দিগন্তে ধ্বনি গুঞ্জরিত হবে এবং প্রত্যক্ষতার দরজা খুলে যাবে তখন পর্দার ভিতরে থাকা মূর্তিও তো সম্পন্ন হওয়া চাই নাকি পর্দা খুলবে আর তখন কেউ তৈরি হচ্ছ, কেউ বসে আছ, তোমাদের এইরকম সাক্ষাত্কার তো করানো উচিত্ নয়, তাই না ! কেউ শক্তি স্বরূপে ঢাল ধরার চেষ্টা করছে তো কেউ আবার তার তলোয়ার হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে ! এইরকম ফটো তো তোমরা নিশ্চয়ই তুলতে চাওনা, তোমরা এটা চাইছ কি ! তাহলে, তোমাদের কি করতে হবে ? সম্পূর্ণ স্বাহা ! এইজন্যও তোমাদের আলাদা প্রোগ্রাম বানাতে হবে । সুতরাং, এই মহাযজ্ঞে সোনার শেকলও স্বাহা করে দিতে হবে । কিন্তু তার জন্য এখন থেকে অভ্যাস করতে হবে । ভেবোনা যে '৮৩ -তেই করবে ! যেমন তোমরা সবাই আগে সেবাধারী হয়ে যাও পরে সমর্পণ সমারোহ হয় । সবকিছু স্বাহা করার জন্য সমারোহ '৮৩-তে এখানেই কোরো । কিন্তু তোমাদের বহুদিনের অভ্যাস প্রয়োজন । বুঝেছ ! আচ্ছা ।

বাবার মতো সর্বাংশে ত্যাগী, ব্রহ্মা বাবার সমান প্রাপ্ত ভাগ্যের মহাদানী, এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা, যারা বাবার প্রতি সদাসর্বদা বিশ্বস্ত এবং আজ্ঞাকারী, এবং বাবাকে ফলো করে তাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার মুরলি থেকে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ - কর্ম করতে করতে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি ?

উত্তরঃ - যে কোনো কাজ করতে করতে বাবার স্মরণে লাভলীন থাকো । লাভলীন আত্মা কর্ম করাকালীনও পৃথক অথচ সবার প্রিয় থাকবে । কর্মযোগী অর্থাত্ কর্ম করাকালীন সদা স্মরণে থাকে এবং এইভাবেই সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে । তোমাদের অনুভব হবে যেন কোনো কর্মই করছ না, শুধু খেলা করছ । কোনরকম বোঝা বা ক্লান্ত অনুভব হবেনা । সুতরাং, কর্মযোগী অর্থাত্ কর্মকে খেলা মনে ক'রে পৃথক থেকেও প্রিয় থাকে । বাচ্চারা যারা এইভাবে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে তাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে এবং বাবার অনুরাগী হয়, তারা কর্মের যে কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে ।

প্রশ্নঃ - কোন্ রুহানী লিফট্ দ্বারা এক সেকেণ্ডে উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো ? সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কি ?

উত্তরঃ - সংকল্পই রুহানী লিফট্ যা দিয়ে তোমরা উঁচুতে উঠতে পারো আর নীচুতে নামতে পারো । নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হওয়া সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য । এইজন্য তোমাদের প্রাকটিস প্রয়োজন, মালিকের স্থিতিতে স্থিত হয়ে তোমাদের সংকল্পের শক্তিকে একাগ্র করার । তুমি যখন চাও, যেখানে চাও, যেভাবে চাও সেইভাবেই সর্বশক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করাই মাস্টার সর্বশক্তিমান স্থিতি ।

প্রশ্নঃ - বর্তমান সময়ে সারা সৃষ্টির আত্মারা কি আকাঙ্ক্ষা করে ? বিশ্ব কল্যাণ করার সহজ সাধন কি ?

উত্তরঃ - বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের সকল আত্মাদের বিশেষ এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ানো তাদের বুদ্ধিকে একাগ্র করা এবং চঞ্চলতা থেকে মনকে সরিয়ে তাঁকে স্থির করা ।

বিশ্ব কল্যাণ করার জন্য তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পকে একাগ্র করার অভ্যাস করতে হবে । একমাত্র এই একাগ্রতার দ্বারা সমস্ত আত্মাদের পথভ্রষ্ট বুদ্ধিকে একাগ্র করতে পারবে ।

প্রশ্নঃ - একাগ্রতা কি ? একাগ্রতার অভ্যাস কে করতে পারে ?

উত্তরঃ - একাগ্রতা অর্থাত্ এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এইরকম একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস একমাত্র তারাই করতে পারে, যারা তাদের ব্যর্থ সংকল্পকে শুদ্ধ সংকল্পে পরিবর্তন করে নেয় । দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হলো, তুমি ঈশ্বর-অনুরাগী হলে সহজেই মায়ার থেকে আসা বিভিন্ন ধরণের বিঘ্নকে সমাপ্ত করতে পারবে ।

প্রশ্নঃ - বিঘ্নকে ভয় পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তরঃ - যখন কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় তোমরা ভুলে যাও যে বাপদাদা আগে থেকেই তোমাদের এই নলেজ দিয়ে দিয়েছেন যে, এইসব জিনিস তোমাদের ঈশ্বর প্রীতির পরীক্ষার জন্য আসবেই । প্রথম থেকেই যখন জানো যে, বিঘ্ন আসবেই তাহলে ভয় পাওয়ার কি প্রয়োজন ?

প্রশ্নঃ - কোন্ ধরণের কোশ্চেন বিঘ্ন দূর করার পরিবর্তে তোমাদের ঈশ্বর-প্রীতি সমাপ্ত করার নিমিত্ত হয়ে যায় ?

উত্তরঃ - যখন তোমরা অনবরত কোশ্চেন করো, কেন মায়া আসে ? কেন ব্যর্থ সংকল্প আসে ? কেন বুদ্ধি পথভ্রষ্ট হয় ? পরিবেশ কেন প্রভাব বিস্তার করে ? কেন আত্মীয় স্বজন সাথ দেয়না ? পুরানো সংস্কার এখনও কেন ইমার্জ হয় ? বিঘ্ন সমাপ্ত করার পরিবর্তে এই সমস্ত কোশ্চেন বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা সমাপ্ত করার নিমিত্ত হয়ে যায় ।
প্রশ্নঃ - নির্বিঘ্ন হওয়ার সাধন কি ?

উত্তরঃ - বিঘ্ন উত্পত্তির কারণ সম্পর্কে ভেবোনা কিন্তু বাপদাদার মহাবাক্য স্মরণে রেখো, যত তোমরা এগোবে ততোই ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মায়া আসবে, আর এই পরীক্ষাই তোমাদের এগিয়ে চলার পথ, পড়ে যাওয়ার নয় । সুতরাং, কারণ ভাবার পরিবর্তে, সেইসব নিবারণ করার কথা ভাবো, তাহলে নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে । এইসব কেন আসে ? না, তাদের আসতেই হবে, এই স্মৃতিতে থাকো তবে তোমরা স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নঃ. - ছোটখাটো বিঘ্নে কোশ্চেন উত্থাপন হয় কেন ? পরিবেশের প্রভাব কেন পড়ে ?

উত্তরঃ - কোশ্চেন উত্থাপন হওয়ার মুখ্য কারণ, জ্ঞানী হয়েছ কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ হওনি । এইজন্য ছোটখাটো বিঘ্নে ব্যর্থ সংকল্পের কিউ লেগে যায়, আর সেই কিউ সমাপ্ত করতে অনেক সময় লেগে যায় । পরিবেশ তখনই প্রভাব ফেলে যখন তোমরা ভুলে যাও যে, তোমরা নিজের পাওয়ারফুল বৃত্তি দ্বারা পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারো ।

বরদানঃ- সদা সর্বপ্রাপ্তির স্মৃতি দ্বারা কোনও কিছু চাওয়ার সংস্কার থেকে মুক্ত থেকে সম্পন্ন এবং ভরপুর ভব

একরকম পরিপূর্ণতা হলো বাহ্যিক, স্থূলবস্তুতে, স্থূল সাধনে কিন্তু আরেকভাবে, পরিপূর্ণতা হলো মনের । যে অন্তর্মনে পরিপূর্ণ তার কাছে স্থূল বস্তু বা সাধন না থাকলেও মন পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে সে কোনও কিছুর অভাব বোধ করবেনা । তারা সদা এই গান গাইবে, সবকিছু পেয়ে গেছি যাতে চাওয়ার সংস্কার অংশমাত্র থাকবেনা ।

স্লোগানঃ- পবিত্রতা এমন অগ্নি যাতে যা কিছু মন্দ সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় ।